কুরবানি এবং হাজ্জ
(Qurbani & Hazz)

وَقَوْلِ اللهِ : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহর হাজ্জ করা ফরয যারা সেথায় যাওয়ার সামর্থ্য রাখে এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষীহীন। (আলু 'ইমরান ঃ ৯৭)

١٥١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

১৫১৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ হাজ্জ-ই-মাবরূর (মাকবূল হাজ্জ)। (২৬) (আ.প্র. ১৪২০, ই.ফা. ১৪২৬)

١٥٢١. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

১৫২১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে হাজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত রইল, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হাজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল। (১৮১৯, ১৮২০) (আ.প্র. ১৪২২, ই.ফা. ১৪২৮)

٥٥٤٥. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

৫৫৪৫. বারা' রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের এ দিনে আমরা সর্বাগ্রে যে কাজটি করব তা হল সলাত আদায় করব। এরপর ফিরে এসে আমরা কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে তা আদায় করল সে আমাদের নীতি অনুসরণ করল। আর যে ব্যক্তি আগেই যবহ্ করল, তা এমন গোশ্তরূপে গণ্য যা সে তার পরিবারের জন্য আগাম ব্যবস্থা করল। এটা কিছুতেই কুরবানী বলে গণ্য নয়। তখন আবূ বুরদাহ ইবনু নিয়ার রাঃ দাঁড়ালেন, আর তিনি (সলাতের) আগেই যবহ্ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট একটি বক্‌রীর বাচ্চা আছে। নাবী ﷺ বললেন ঃ তাই যবহ্ কর। তবে তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না। মুতাররাফ বারা' রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতের পর যবহ্ করল তার কুরবানী পূর্ণ হল এবং সে মুসলিমদের নীতি গ্রহণ করল। [৯৫১; মুসলিম ৩৫/১, হাঃ ১৯৬১, আহমাদ ১৬৪৮৫] (আ.প্র. ৫১৩৮, ই.ফা. ৫০৩৪)

٥٥٦٩. حدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.

৫৫৬৯. সালামাহ ইবনু আকওয়া' রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের যে লোক কুরবানী করেছে, সে যেন তৃতীয় দিনে এমন অবস্থায় সকাল অতিবাহিত না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশ্ত কিছু থেকে যায়। পরবর্তী বছর আসলে, সহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি তেমন করব, যেমন গত বছর করেছিলাম? তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ, কারণ গত বছর মানুষের মধ্যে ছিল অনটন। তাই আমি চেয়েছিলাম, তোমরা তাতে সহযোগিতা কর। [মুসলিম ৩৫/৫, হাঃ ১৯৭৪] (আ.প্র. ৫১৬২, ই.ফা. ৫০৫৮)

ইসলামের প্রথম যুগে কুরবানীর গোশ্ত তিন দিনের অধিক খাওয়া নিষেধ ছিলো। পরে এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। এখন যতদিন ইচ্ছা তা রাখা ও খাওয়ার অনুমতি আছে।

٥٥٧٠. حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لاَ تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

৫৫৭০. 'আয়িশাহ [রাযিয়াল্লাহু আনহা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাহ্য় অবস্থান কালে আমরা কুরবানীর গোশ্তের মধ্যে লবণ মিশিয়ে রেখে দিতাম। এরপর তা নাবী [ﷺ]-এর সম্মুখে পেশ করতাম। তিনি বলতেন ঃ তোমরা তিন দিনের বেশি খাবে না। তবে এটি বড় ব্যাপার নয়। বরং তিনি তাথেকে অন্যদেরকেও খাওয়াতে চেয়েছেন। আল্লাহই বেশি জানেন। [৫৪২৩; মুসলিম ৩৫/৫, হাঃ ১৯৭১, আহমাদ ২৪৩০৩] (আ.প্র. ৫১৬৩, ই.ফা. ৫০৫৯)

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

৪৯২৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক বছরের কম বয়সের বক্‌রী কুরবানীতে যবেহ করো না। তবে তা সংগ্রহ করা কষ্টকর হলে ছ'মাসের বাচ্চা যবেহ করতে পারো।

টীকা : কুরবানীর জন্যে দুম্বার বয়স এক বছর হতে হবে। অনুরূপ ছাগল ও ভেড়ার বয়সও এক বছর হতে হবে। তবে এক বছরের কম বয়সের দুম্বা দেখতে যদি এক বছরের দুম্বার ন্যায় দেখায়, তবে তাও কুরবানী করা জায়েয হবে। কিন্তু ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি কোনো অবস্থায়ই এক বছরের কম হলে কুরবানী জায়েয হবে না। আর গরু, মহিষ ইত্যাদি দু'বছরের কম হলে কুরবানী হবে না। উটের বয়স পাঁচ বছর হতে হবে। (অনুবাদক)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ. قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ.

৪৯৬১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যখন যিলহজ্জ মাস শুরু হয় আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন (প্রথম দশ দিন) নিজের চুল বা শরীরের কোনো কিছুই না কাটে। সুফিয়ানকে বলা হল, কোনো কোনো বর্ণনাকারী তো এ হাদীসটির সনদ নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছান্‌নি। জবাবে তিনি বললেন, কিন্তু আমি তা মরফু হিসাবে বর্ণনা করছি।

টীকা : প্রথম দশ দিন নখ, চুল ইত্যাদি কাটা হানাফীদের মতে মাক্‌রুহ্ নয় তবে না কাটাই উত্তম। ইমাম শাফেঈর মতে মাকরুহ তান্‌যীহ, কিন্তু হারাম নয়। আর কুরবানীর জানোয়ার যবেহ করার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটা মুস্তাহাব।

Some more rules and regulations from Muslim hands

(https://muslimhands.org.uk/latest/2016/08/qurbani-questions-answered-all-you-need-to-know)

Is Qurbani *fard* (compulsory)?

The Prophet (saw) said (on the day of Eid), 'The first thing we will do on this day of ours, is to offer the (Eid) prayer and then return to make the sacrifice. Whoever does so, he acted according to our Sunnah…' (Bukhari)

According to the Hanafi school of thought, Qurbani is *wajib* and is considered compulsory. The difference between *fard* and *wajib* is that *fard* actions are compulsory based on definitive evidence, while there is some uncertainty regarding whether or not *wajib* actions are definitely compulsory. However, *wajib* actions are still highly recommended and, in the Hanafi school of thought, they are considered obligations upon Muslims i.e. one should not deliberately miss them.

According to the Shafi'i school of thought, Qurbani is *sunnah mu'akadah.* This means that it is highly recommended as a confirmed Sunnah, but it is not compulsory.

The most well-known Maliki and Hanbali opinion is that Qurbani is a *sunnah mu'akadah*; however, in some views they have said it is compulsory.

No matter which school you follow, performing the Qurbani carries a great reward as this is something the Prophet (saw) did personally and encouraged his followers to do too.

Who needs to offer Qurbani?

The Hanafi school states that any adult, sane Muslim who possesses the Nisab value must give a Qurbani. So if you are eligible to pay Zakat, you need to offer a Qurbani.

The Maliki and Hanbali schools state that the person responsible for the household can make the Qurbani on their behalf.

'Ata bin Yasar reported, 'I asked Abu Ayub (Al-Ansari) how the sacrifices (of animals) were done during the time of the Messenger of Allah (saw). He said, "A man would sacrifice a sheep for himself and the people in his household"'. (Tirmidhi)

However, in many households today, it is not uncommon to have two or more people who pay Zakat. The best and safest option is for all those who pay Zakat to offer their own Qurbani.

What should I do if I've missed Qurbani?

If you have missed Qurbani in a previous year, you can make it up this year by sacrificing an extra animal. Simply calculate how many years you've missed and you will know how many animals you need to sacrifice. Muslim Hands is happy to facilitate this.

Alternatively, you can make up for missing the Qurbani by offering **the market value** of one sheep/goat to the poor. You can do this through Muslim Hands.